সমকাল

তারিখ ... 18 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

শিক্ষা উপবৃত্তির আওতা বাড়ছে

■ আবু কাওসার

জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ প্রতি বছর বাড়ে। অবশ্য মোট বরাদ্দের কত অংশ এ খাতে, তার হিসাব করলে দেখা যায়, প্রতিবারই তা কমছে। বরাদ্দ যা-ই থাক, সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষার প্রসার ঘটছে। তবে অভিযোগ আছে মানসম্মত শিক্ষা নিয়ে। এ ছাড়াও রয়েছে সুশাসনের অভাব।

আসছে বাজেট

জানা গেছে, আগামী বাজেটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির আওতা বাড়ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে নতুন এমপিওভুক্তির বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, বাজেটে শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞরা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এ খাতে বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে 'শিক্ষানীতিবান্ধব' বাজেট প্রণয়নের পরামর্শ দেন। শিক্ষানীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন, উপবৃত্তির টাকা বাড়ানো, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও তাদের বেতন বৃদ্ধি এবং শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা।

বাজেট প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তির সুবিধা পাচ্ছে ৭৯ লাখ শিক্ষার্থী। নতুন বাজেটে এর আওতা বাড়িয়ে আরও ২০ লাখ শিক্ষার্থীকে এ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির আওতায় আছে ৪৯ লাখ। এখানে ৮ থেকে ১০ শতাংশ বাড়ানো হচ্ছে। এ ছাড়া প্রাক-প্রাথমিক ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে আরও ২৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আসন্ন বাজেটে এর জন্য অর্থসংস্থান থাকছে।

বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের অংশ যে কমে গেছে, তা নিজেও স্বীকার করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সমকালকে তিনি বলেন, টাকার অঙ্কে প্রতি বছরই বরাদ্দ বাড়ছে। তবে যেভাবে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষা উপবৃত্তির আওতা বাড়ছে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

চাহিদা বাড়ছে সে অনুযায়ী প্রাপ্তি কম। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এখন শিক্ষায় বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের ১২ শতাংশ। কয়েক বছর আগে ছিল ১৫ থেকে ১৬ শতাংশ। বাজেটে শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ২ দশমিক ৩ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানবসম্পদের উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষায় বরাদ্দ দিতে হবে জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ২০ শতাংশ এবং জিডিপির ৪ শতাংশ। ভারতে এখন শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির ৪ শতাংশ, শ্রীলংকায় ৫ শতাংশ। শিক্ষায় বরাদ্দের ৮০ ভাগই খরচ হয় বেতন-ভাতা ও দালানকোঠা তথা অবকাঠামো উন্নয়নে। ১২ থেকে ১৫ শতাংশ ব্যয় হয় উপবৃত্তি খাতে। অবশিষ্ট ব্যয় হয় অন্যান্য খাতে।

যোগাযোগ করা হলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় বরাদ্দ কমে গেছে। পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, জাতীয় আয়ের তুলনায় যতটুকু বাড়ানো দরকার, সে অনুপাতে বাড়ছে না।

উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি চান অভিভাবকরা : নারীশিক্ষা উৎসাহিত করতে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের 'উপবৃত্তি' দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং ষষ্ঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নগদ সহায়তা হিসেবে এ সুবিধা দিচ্ছে সরকার। এ প্রতিবেদক গত ৭ মে টাঙ্গাইলের বাসাইল সদর উপজেলা বেশ ক'জন সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও স্কুলশিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। তারা জানান, জীবন যাত্রার ব্যয় অনেক বেড়েছে। সে সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষা উপকরণের দাম। তাই বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে উপবৃত্তির টাকা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। সোহানা আক্তার টাঙ্গাইলের বাসাইল পাইলট গালস হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ১৫০ টাকা করে উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় বেতন লাগে না তার। সরকার থেকে বোর্ডের এক সেট বইও বিনামূল্যে পেয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও লেখাপড়ার পেছনে অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হয় সোহানার বাবাকে। সোহানাও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্কুলে কোচিংয়ের জন্য মাসে ৫০০ টাকা দিতে হয়। কাগজ, কলম, গাইড বইসহ শিক্ষা উপকরণের দাম অনেক বেড়ে গেছে। এ ছাড়া আছে সেশন ফি, পরীক্ষার ফরম পূরণে লাগে টাকা। সব মিলিয়ে মাসে কমপক্ষে ১ হাজার টাকা খরচ হয় সোহানার লেখাপড়ার পেছনে। সোহানার বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সোহেল আহমদসহ আরও অনেক অভিভাবকই জানান, উপবৃত্তির টাকা আরও বেশি পেলে ভালো হতো।

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেন সখীপুর প্রতিনিধি এনামুল হক)